তারিখ ... 28 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ......

ভোরের কাগজ

৭3

# ছাত্ররাজনীতির অতীত এবং বর্তমান

ইদানীং ছাত্ররাজনীতি প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সচেতন জনগণের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্ররাজনীতি বাংলাদেশের ছাত্র এবং জনগণের মধ্যে কতোটুকু উপযোগিতা রাখছে? একথা ঠিক, ছাত্র সমাজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বড়ো অংশ। তারা এক অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল শক্তি। এই শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, বিশেষত স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে। যেমন '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে মুখ্য ভূমিকা এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ময়দানে। আসলে সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে ছাত্র সমাজ তার সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিল। সেই সময় ভাষার প্রশ্নে জনগণের দাবি ছাত্রসমাজ সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং উপলব্ধি না করেও উপায় ছিল না। কারণ সেখানে শাসকচক্রের একটা দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল। দ্বন্দ্ব ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্যে, দ্বন্দ্ব ছিল ভাষাগত প্রশ্নে এবং জাতীয়তা প্রশ্নে। এই বাস্তব দ্বন্দ্বসমূহ থাকার কারণে ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছিল। ঐ সময়কার আন্দোলন-সংগ্রামসমূহে ছাত্র, যুবক এবং অন্যান্য পেশাজীবীর কোনো দলগত স্বার্থ জড়িত ছিল না। অনেক বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও এই আন্দোলন জাতিগত স্বার্থের প্রশ্নে এক জায়গায় মিলিত হতে পেরেছিল। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল ছাত্ররাজনীতির দৃঢ়তা এবং আদর্শগত চরিত্রের কারণে।

বস্তুত যে দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজ আন্দোলন করেছিল, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অধিকাংশ দাবিই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতা লাভের পরে কোন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য না থাকার দরুন ছাত্রসমাজ (একই অর্থে অন্য পেশাজীবী) ব্যক্তিস্বার্থ, কোটারি স্বার্থ ইত্যাদি নিয়ে মেতে ওঠে। ফলে সংঘাত, সুবিধাবাদিতা, চাঁদাবাজি অনাকাঙ্ক্ষি মৃত্যু ইত্যাদি দেখা দেয়।

আজকে বাংলাদেশে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে ছাত্রসহ অন্যান্য পেশাজীবী গ্রুপসমূহ রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করছে। এখানে কিন্তু কোনরকম আদর্শ কাজ করছে না। এখানে যেটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে জনগণকে ব্যবহার করে নিজে সম্পত্তির মালিক হওয়া। এই পরিস্থিতিতে ধনিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক মাঠ গরম করার জন্য এদেরকে ব্যবহার করে। যে কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয় সে কর্মসূচির প্রতি ব্যাপক জনগণের কোনো সমর্থন না থাকার দরুন ঐ রাজনৈতিক দলগুলো এদেরকে ব্যবহার করে ক্ষমতার আসন পাকাপোক্ত করে কিংবা ঐদিকে ধাবিত করে। তাই কখনো এরা ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করবে এটা ভাবা যায় না।

ছাত্ররাজনীতি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন। তাই নীতিগত প্রশ্নে ছাত্ররাজনীতি সরাসরি নিষিদ্ধ হোক এটা কোনো সচেতন মানুষ চাইতে পারে না। কিন্তু যেখানে কোনো নীতি, আদর্শ কাজ করছে না সেখানে সচেতন মানুষের ভূমিকাটা কি হবে? সচেতন মানুষ মনে করে এ ধরনের সংগঠনগুলো অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে সমাজ পরিক্রমণের সংগ্রামে শামিল হউক। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে, সমাজ পরিবর্তনের যে প্রয়োজন আছে সেকথা কিন্তু এই ধনিক গোষ্ঠীর অগ্রণী শক্তিরা স্বীকারই করে না। এর প্রধান কারণ এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করা।

প্রসঙ্গটি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এই ধরনের রাজনীতির প্রতি নয়।

পরিতোষ কর্মকার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।